আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন
ও সবুজ রাখুন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)'র ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব আফরোজা কালাম (আফরোজা জহুর) মেয়র (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সভার স্থান	:	টাইগারপাসস্থ চসিক সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ	:	৩ জুন, সোমবার, ২০২৪ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ০২.০০ ঘটিকা

সভার শুরুতে সভার সভাপতি চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত মেয়র প্যানেলের সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে স্বাগত জানান। প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করার জন্য চসিকের সচিব জনাব আশরাফুল আমিন কে অনুরোধ জানালে তিনি বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পে সিএলসিসি কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যই মূলত এ সভার আয়োজন। অতঃপর তাঁর অনুরোধক্রমে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশিষ্ট বিভাগ/ শাখা প্রধানগণ সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত দেন।

কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ -এর মুহাম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন, বন্যা পরবর্তী সময়ে রাস্তা যেন সঠিক সময়ে সংস্কার করা হয় তার উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। রাস্তায় অপরিকল্পিত ডিভাইডার দেওয়ার ফলে জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে বলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দেওয়া উচিত বলে মতামত প্রদান করেন। ফুটপাত হকারদের কাছে চলে গেছে, এখন পিচঢালা রাস্তাও চলে গেছে। নগরীর সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দেয়া যায় কিনা এই বিষয়টি উপস্থিত সকলের কাছে তুলে ধরেন তিনি।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক বলেন, চট্টগ্রাম শহরে ফুটপাতের স্ট্রিট ফুডের দোকানসমূহ খুবই অস্বাস্থ্যকর। এক্ষেত্রে হেলদি সিটি গঠনের নিমিত্তে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হেলদি স্ট্রিট ফুড প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে সভাপতির কাছে প্রস্তাব রাখেন। দ্রব্যমূল্য ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করার অনুরোধ করেন।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (সিডিএফ) এর সভাপতি কোহিনুর আক্তার বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কসাইখানা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ৬% লোক সন্তুষ্ট। যে গরুগুলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জবাই করা হচ্ছে, তা গ্রহণে ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। তাই নগরীতে আধুনিক পশু জবাই খানা নির্মাণের প্রস্তাব দেন তিনি।

শিল্পী, সংগঠক ও পরিবেশ কর্মী শাহরিয়ার খালেদ বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে খালের গভীরতা বৃদ্ধির জন্য খালগুলোর মাটি পরিপূর্ণভাবে উত্তোলন করা প্রয়োজন। নিয়মিত খাল পরিষ্কারে বাজেট রাখার প্রস্তাব দেন তিনি। ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য আলাদা টিম করার পাশাপাশি খাল, নালা থেকে অপসারিত মাটি রাস্তার পাশ থেকে দ্রুত অপসারণের জন্য অনুরোধ করেন তিনি। দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের জন্য সমন্বিত সভা করা দরকার।

সমাজ উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন 'ইলমা'র প্রধান নির্বাহী, মানবাধিকার কর্মী জেসমিন সুলতানা পারু বলেন, শহরের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার উপর ময়লার স্তুপ পড়ে থাকে। যার কারণে পথচারীদের রাস্তাঘাটে চলাচল করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে নগরীর বিভিন্ন স্থানে বর্জ্যাধার বা এসটিএস নির্মাণের প্রস্তাব দেন তিনি।

Scanned with CamScanner

ক্যাব প্রতিনিধি সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন, নগরীতে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড লেভেল কত উচ্চতার হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে সড়কের বিভিন্ন স্থানে জেব্রা ক্রসিং ও গতিরোধক স্থাপন করা অতীব জরুরী। জরিপের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে। বিভিন্ন সেবায় অগ্রাধিকার তালিকা করে জনগণকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে মনে করেন এই প্রতিনিধি। অনলাইন হোল্ডিং ট্যাক্স এর বিষয়টা বেশিরভাগ জনগণ এখনো জানে না, সকলে জানলে ট্যাক্স প্রদানের হার আরো বাড়তে পারে বলে মনে করেন তিনি।

সম্মানিত ভারপাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, চট্টগ্রাম শহরকে নিয়ে সকলে চিন্তা করে এটা তারই প্রতিফলন। জলাবদ্ধতা প্রকল্পে ৩৬টি খালে কাজ করছে সিডিএ, এ বর্ষার আগেই যেন মাটি উত্তোলন করা হয়। আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি ফুটপাত দখলমুক্ত করতে, কিন্তু তা পুনরায় যাতে দখল না হয়ে যায় তার জন্য পুলিশ কমিশনারকে উদ্যোগ নিতে হবে। আপনারাও বিভিন্ন ফোরামে এটা নিয়ে কথা বলবেন, সকলের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	নগরীতে জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট উন্নত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক।
২.	দখলকৃত ড্রেন পুনরুদ্ধার করে প্রশস্ত করার এবং দখলকৃত দিঘি, পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক। ২। নগর পরিকল্পনাবিদ, চসিক।
৩.	হোল্ডিং ট্যাক্সের আপিল নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনর্নির্ধারণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং কর প্রদানের সুবিধার্থে সারচার্জ মওকুফসহ ই-রেভিনিউ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চসিক ২। জনসংযোগ কর্মকর্তা, চসিক
৪.	যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা রোধে নগরীতে ডাস্টবিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক।
৫.	কসাইখানাসমূহ আধুনিকীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও যথাযথ মান নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। ২। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, চসিক।
৬.	স্থানীয় সমস্যাগুলোর বিষয়ে সমাজের নাগরিকদের নিয়ে ওয়ার্ড লেভেলে নিয়মিত ডব্লিউএলসিসি সভা আয়োজন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ, চসিক।
৭.	নগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার (চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) প্রধানদের সাথে সমন্বয় সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চসিক।

Scanned with CamScanner

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৩/০৬/২০২৪

আফরোজা কালাম (আফরোজা জহর)
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

০৩/০৬/২০২৪

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.১৮.০১৬.২২.

তারিখ: ০৩/০৬/২০২৪

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে

১। জনাব....., মেয়র প্যানেলের সদস্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব....., সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., চসিক।
৩। একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, সিটি গভর্ন্যান্স স্পেশালিষ্ট, 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্প, জাইকা।
৬। জনাব.....।

০৩/০৬/২০২৪

(মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন)
সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ০২৩৩৩৩৮৮৮০৬
ই-মেইলঃ secretary@ccc.gov.bd

Scanned with CamScanner